R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
বাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
( মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত )
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
২০ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১০ই আশ্বিন, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
২৭শে সেপ্টেম্বর ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

## নিম্নচাপের দাপটে, টানা বৃষ্টিতে চারিদিকে জল, বন্যার আশংকায় পুজোর আমেজ ক্রমশ কমছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিম্নচাপের দাপটে ও কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে কয়েকটি জেলার সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমার জনজীবনকেও নাকালে ফেলেছে। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক এমনিতেই খানাখন্দে ভর্তি হয়ে চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়েছে। তার সঙ্গে বর্তমানে গদাইপুর ব্রীজের কাছে এবং সাজুর মোড়ের কিছুটা আগে রাস্তার বেশ কিছুটা অংশ বসে গিয়ে যানবাহন চলাচলে বিপর্যয় এনেছে। বহু প্রাইভেট বাস বন্ধ থাকায় নিত্য-যাত্রীরা বিশেষ অসুবিধায় পড়েছেন। অনেকে বাধ্য হয়ে ট্রেনে যাতায়াত চালু রেখেছেন। ফরাক্কার বল্লালপুরের অকেজো ব্রীজের কাছে যানবাহন নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা পুলিশ নিজের পকেট ভর্তিতেই ব্যস্ত বেশী। এদিকে অতি বৃষ্টির ফলে সুতী ২ ব্লকের মহেশাইল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সরলা, বসন্তপুর, উমরাপুর, সাহাজাদপুর, বাহাগলপুর, বাউরীপুনি, লোকাইপুর, বাজিতপুর, সুতী-১ ব্লকের হারোয়া অঞ্চলের পরাইপুর, শোভারঘাট, উমরপুর, বহুতালী অঞ্চলের গোপালনগর, নাদাই, সিধোরী গ্রামের রাস্তা ডুবে গেছে। বাঁশলৈ, পাগলা ও কাংসা নদীর পাহাড়ী ঢলে এলাকার প্রচুর জমি জলের তলায় চলে গেছে। বহুতালী, কানুপুর রাস্তার অনেক জায়গায় জল দাঁড়িয়ে আছে। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'ধারে বহু ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## স্বাস্থ্য কর্মীর বেপরোয়া মনোভাবে গ্রামের মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের গাজীনগর মালঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য কর্মী দীপালি গড়াই-এর দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ নূতন মালঞ্চা গ্রামের মানুষ। এই এলাকার মানুষ সাধারণত গরীব ও বেশীরভাগ অশিক্ষিত। এরা টিকাকরণ বা সর্দি-কাশী-পায়খানার ওষুধের জন্য ঐ কর্মীর কাছে গেলে তিনি ভিখারীর মতো ব্যবহার করেন, কটুক্তি করেন, ওষুধ না দিয়ে তাড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ। জানা যায়, নূতন মালঞ্চার এক শিশুকে তিনি দু' মাস ধরে টানা একই টিকা দেয়ায় শিশুটি সাংঘাতিক-ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে তারাপুর হাসপাতালে ভর্তি করে সুস্থ করতে হয়। অভিযোগ—তিনি গ্রাম এলাকা পর্যবেক্ষণের নিয়মকেও অবহেলা করেন। এলাকার অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের দিয়ে সবকিছু করিয়ে নেন। স্বাস্থ্য কর্মী দীপালি গড়াই-এর বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ—তিনি একটা সিরিঞ্জে ওষুধ ভর্তি করে ৫ থেকে ৭ জন শিশুর শরীরে প্রয়োগ করেন। মায়েরা তার এই ধরনের কাজের প্রতিবাদ করলে 'তার কেউ কিছু করতে পারবে না বলে না' ি কতিনি আস্ফালন দেখান। ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## পুলিশকে চোর ধরে দিয়ে প্রধান এখন হাজতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার রাণীনগর গ্রামে গত ১৬ সেপ্টেম্বর রাতে সুনীল মন্ডলের বাড়ীতে গরু চুরি করতে গিয়ে ঐ গ্রামের নুরুল সেখ নামে এক সমাজবিরোধী ধরা পড়ে। ফোনে থানায় খবর দিলে গ্রামে পুলিশ গিয়ে নুরুলকে ধরে নিয়ে যায়। নুরুলের দলবল গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান সুবোধ রবিদাসকে ঘটনাটা চেপে যেতে বললে তিনি আপত্তি জানান। তারই বদলা হিসাবে ঘটনার দু' দিন পর প্রকাশ্য রাস্তার মধ্যে নুরুলের লোকজন সুবোধকে মারধোর করে। শুধু তাই নয়, থানায় প্রভাব খাটিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে কোন কেস না দিয়ে থানায় আটক করে রাখার ব্যবস্থা করে। উল্টোদিকে সমাজবিরোধী নুরুল সেখ ছাড়া পেয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে সংখ্যালঘু-দের নিয়ে দল গড়ে একটা গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছে ও চাঁইপাড়ার লোকজনকে প্রাণনাশের ভয় দেখাচ্ছে বলে খবর।

## ৩০ বছরের ক্ষমতা গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে হাত ছাড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের দিঘড়ি হাই স্কুলে গত ১০ সেপ্টেম্বর ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন হয়। সেখানে কংগ্রেসের ৬ জন এবং সিপিএমের ৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সিপিএম সবগুলোতে কংগ্রেসকে পরাজিত করে। উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৩০ বছর এখানে কংগ্রেসীরা স্কুল পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়িতে তাদের এই শোচনীয় পরাজয় বলে জানা যায়।

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে ( মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে )
মির্জাপুর, পোঃ গনকর ( মুর্শিদাবাদ ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

**জঙ্গিপুর সংবাদ**

১০ই আশ্বিন, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

## ॥ "……পাহি বিশ্বম্" ॥

দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব। মানুষ সম্বৎসরের দুঃখ-দৈন্য ভুলিয়া একটু আনন্দ পাইবার ব্যবস্থায় মাতিয়া যায়। অবস্থা নির্বিশেষে কয়েকটি দিন সকলে একটু ভাল খাওয়া, নববস্ত্র পরিধান করা, পারস্পরিক প্রীতিবিনিময় প্রভৃতির জন্য উন্মুখ হইয়া পড়েন। যাঁহারা লক্ষ্মীবন্ত, তাঁহারা পূজার অবকাশে পর্যটনে বাহির হইবার আয়োজন করিতেছেন। প্রবাসীরা স্ব স্ব গৃহে প্রিয়পরিজনদের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুতি লইতেছেন; তদীয় সন্তানেরা পিতৃমিলনের জন্য অধীরতা প্রকাশ করিতেছেন।

তবু যেন এই মহাপূজা ও মহোৎসব আজ অনেকের নিকট এক ভীতির তথা আনন্দের অনিশ্চয়তায় পূর্ণ হইতেছে। পূজায় ভ্রমণ বিষয়েই ইহা পুরাপুরি যেন প্রযোজ্য। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই আজ এইরূপ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদীরা জঙ্গীহানায় তৎপর। পৃথিবীর সব দেশেই জঙ্গী-সন্ত্রাসবাদীদের জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। কোথায়, কখন, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটিবে এবং প্রাণহানি ও সম্পত্তিহানি ঘটিবে, বলা যায় না। সারা পৃথিবীব্যাপী এক অনিশ্চয়তা ও আশংকা ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য। অপরদিকে ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদের আহ্বান তাবৎ ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অধিকাংশ রাষ্ট্র তাহাতে সম্পূর্ণ সাড়া এখন পর্যন্ত না দিলেও, ভবিষ্যতে কী হইবে, বলা যায় না। পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে হয়ত আগাইতেছে।

তবে বিশ্বপরিস্থিতি যে অস্বস্তিময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যেই বাঙালীর মহাপূজা—মাতৃআরাধনা—শক্তিভিক্ষা। দেবী বলিয়াছেন—"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।/তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥" অশুভশক্তি শুভশক্তির সংঘাতে বিনষ্ট হউক, মানুষের প্রাণ নিরাপদ হউক, পূজা সকলকে আনন্দদান করুক—আমরা সকলের জন্য এই কামনা করি।

## শারদ সংস্কৃতি

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্যক্ কৃতি সংস্কৃতি। কৃতি হচ্ছে 'প্রাণবান সাধনা'; মার্জিত মানসিকতা। বারে বারে তার সাজবদল। জীবনের সঙ্গে জড়িত—জড়িত জীবন চর্যার সঙ্গে। চারমাত্রার শব্দটির আছে বহুমাত্রিকতা। জীবন ঘিরে তার উদ্ভব, আবর্তন, বিবর্তন এবং পরিবর্তন। স্থানু নয়, গতিশীল। গতিশীলতায় আসে বাঁক পরিবর্তন। ঘটে নতুন চিন্তাভাবনার উন্মেষ। প্রকাশ পায় সৃজনশীল সত্তার উদ্ভাস।

এখন শরৎ। প্রকৃতির চালচিত্রে তার সাজগোজ, রূপের বৈভব। অপসারিত মেঘের কাজল। অরুণ আলোর আল্পনা এখানে সেখানে। কাশের চামরে তার হিন্দোল, আঙিনায় শিউলির আলিম্পন, পদ্মপাতা-শাপলায় জলছবি। রোদ্দুরে কাঁচা সোনার বর্ণাভ। ধানের শিষে, সবুজ ঘাসে শিশিরের স্ফটিক স্বচ্ছ দ্যুতি। বিভাসিত আবহমান বাংলা।

হাতে গোনা করেকটি দিন। বেজে উঠবে আকাশে বাতাসে আলোর বেণু। জলদ মন্দ্র শব্দে গম্ গম্ করবে মন্ডপ ঢাকের বাজনায়, কাঁসির শব্দে। ইথারেও সুর ও বাণীর যুগলবন্দী সুর মূর্চ্ছনা। মধুর মূর্তি ফুটে উঠবে বাংলার মাঠ-প্রান্তরে। মন্ডপ সজ্জায় দেখা যাবে উপকরণের অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য। চলবে সোৎসুক দর্শকের আসা-যাওয়া-জনসমুদ্রে যেন উৎসাহের ঢল, উৎসবের কলোচ্ছ্বাস।

এ যে শারদোৎসব। মহানগরী থেকে মফঃস্বল, শহর থেকে গ্রাম—সর্বত্রই তার অধিষ্ঠান। পুজো মন্ডপে মন্ডপে হাই লাইটেড হবে থিমের অভিনবত্ব, উপস্থাপনার রীতি প্রকরণ। চোখে পড়বে নতুনকে খুঁজে আনার ঐকান্তিক প্রয়াস—আঙ্গিকে, প্রকরণে। উঠে আসবে ইতিহাসের পথ বেয়ে কোথাও খাজুরাহো, কোথাও অজন্তা-ইলোরা, আবার কোথাও মঠ মন্দিরের আদল। চিরায়ত জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যাবে কোথাও কোথাও।

উৎসব একার নয়, বহুজনের। বহুজনের উপস্থিতি এবং আন্তরিকতা উৎসবের প্রাণ। শারদোৎসবে সামিল সমাজের নানা স্তরের মানুষ। তাদের সাহচর্য, সহযোগিতা, উপস্থিতি একটা নতুন মাত্রা এনে দেয়—হয়ে উঠে গণ উৎসব। অলক্ষ্যে গড়ে উঠে সংস্কৃতির মেলবন্ধন। প্রতিমা নির্মাণে, মন্ডপ রচনায়, আলোকসজ্জায়, বাজনার বোলে সমাজের শিকড়ের ঘ্রাণ।

## ॥ ভিন্ন চোখে ॥

শারদীয়া উৎসবের সূচনায় প্রাকৃতিক উন্মাদনা। মেঘের চোখের শুকনো জল যেন সব অভিমান ভেদ করে নেমে এসেছে বাঁধভাঙা জলের মত। প্রকৃতির দাপটে মানুষ দিশেহারা। পাহাড় থেকে সমুদ্র সর্বত্র লাগামছাড়া শাসন। অনেক পরিবার নিশ্চিহ্ন। বসতভিটে ভেঙে চুরমার। সবুজ জমির উপর চলেছে নৌকা। বানভাসী মানুষদের হাহাকার। চারিদিকে এক অপরিমেয় নিঃস্বতা। রিক্ততা। তবুও এর মধ্যে বেজে উঠেছে মহালয়ার আলোর বেণু। এবার কিন্তু ভুবন মেতে উঠতে পারেনি। তবুও এর মধ্যে হরকিসিমের পূজার আয়োজন। ব্যস্ততা। যানজট। সবকিছুকে (৩য় পৃষ্ঠায়)

---

অতীতেও ছিল লোক সংস্কৃতির প্রাধান্য।

তবে সাবেক হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বদলে যাচ্ছে সবকিছুই। আসছে নতুন ভাব ও ভাবনা। আগে শারদোৎসব আসতো শরৎকে চালচিত্র করে—ঘটতো মেঘের মুক্তি আর আমাদের মনেরও মুক্তি। সেদিন উৎসবে ছিল কেমন যেন হৃদয় ভরা স্নিগ্ধতা, আর ছিল বৈঠকী মেজাজ। প্রবাসী ফিরতো ঘরের কোণে, গল্পে গুজবে আলাপ চারিতায় কাটতো দিনগুলো। আজ তার উল্টো ছবি। অনেকেই ছুটে বাইরে ছুটির নিমন্ত্রণে। শারদ সংস্কৃতিতে এখন বারোয়ারীর ব্যঞ্জনা। চাকচিক্যে চমক। ঢাকের বাদ্যি এখন প্রায় হারিয়ে যাওয়া ঘটনা। অন্ততঃ শহরে গঞ্জে। আজ মনে হয় সাজা আর সাজানোর যুগ। যেখানে আছে দেখা আর দেখনদারি। হৈচৈ হল্লা। মাইক্রো-ফোনের কন্ঠে ক্যাসেটের ঘস্‌টানি। অনেক কিছুই আছে আবার অনেক কিছুই নাই। আন্তরিকতা বড় দুর্লভ বস্তু এখন। সব কিছুই বাচনিকতা সর্বস্ব। ভোগবাদিতার দুরন্ত দৌরাত্ম্য—জীবন চর্যায়ঃ তা ব্যক্তি জীবনে হোক অথবা সমাজ জীবনে হোক।

সংস্কৃতি তো মনেরই সৌরভ। শারদোৎসবে সেই সৌরভের সুরভি। শারদ সাহিত্য সংস্কৃতির বিকশিত পুষ্প সম্ভার। প্রতি বছর তার নতুন সাজ, নতুন বিন্যাস, নতুন আঙ্গিক, বিষয়বস্তুতেও অভিনবত্ব। জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার চেষ্টা শারদ সাহিত্যের ভাবনার মধ্যে। শারদ সংস্কৃতি শুধু নির্মাণেই নয়, সৃষ্টিতেও অনন্য। প্রতিমা, পুজো, প্যান্ডেল, প্রকৃতি, প্রদর্শনী, পত্র-পত্রিকাও সম্প্রীতির সম্মিলিত ঐকতান শারদ সংস্কৃতি।

## শারদ সম্ভাষণ

শীলভদ্র সান্যাল

চরণতলে ত্রিশূলবিদ্ধ মহিষাসুর সঙ্গী ক'রে
হায় সিংহবাহিনী, তুই পোজ দিয়েছিস ভঙ্গি ক'রে
চারপাশে যে জ্যান্ত-অসুর দিব্যি ঘুরে বেড়ায় হালে
তাদের মারণ-অস্ত্র গড়তে দিলি সে কোন্ কামারশালে ?
হে মা রণরঙ্গিণী ! তোর দশ হাতে দশ অস্ত্র শোভে
ভি - ভি - আই - পি সেজে মাগো দাঁড়িয়ে আছিস কী গরবে !
তোর সাথে মা যুঝতে গিয়ে অসুর বটে হল কাতর
এত গুলো অস্ত্র রাখিস, লাইসেন্সটা আছে মা তোর ?
হে দশমহাবিদ্যারূপা, সাধ্বী, শূলপাণি-জায়া !
ওষ্ঠে রেখে হাস্য মৃদু কৃপা বিলাস মহামায়া—
মা গঙ্গার কৃপায় যারা হ'ল ভিটে - মাটি - হারা
তোর কৃপা মা নেই বরাতে, এমনই তারা লক্ষ্মীছাড়া !
বঙ্গভূমে এই পাঁচদিন তুই যে প্রধান সেলিব্রিটি,
এদিকে মা আমার গৃহে নিত্য নতুন খিটিমিটি
তোর পুজোতে মন্ত্র বলি ঃ রূপং দেহি, জয়ং দেহি—
মোর পরিবার বলে শুধু, 'শাড়িং দেহি, শাড়িং দেহি।'
কলুর বলদ সম ঘোরাই এ সংসারে ঘানির চাকা
নতুন নতুন সখের ঠেলায় হায়রে আমার পকেট ফাঁকা
গিন্নি বলেন, 'তুমি তোমার কাব্য নিয়ে বসে থাকো,
আড়াই হাজার টাকার কমে শাড়ির স্টাটাস থাকে নাকো
পুজোর বাজার জটিল তত্ত্ব, তুমি তাহার বুঝবেটা কী ?
পাওনা-গন্ডা চুকিয়ে দিয়ো, দোকানে যা রইল বাকি।'
পদে পদে মুখ-ঝামটা একটু কোথাও ঘটলে ত্রুটি
মোর গায়ে সেই সমবৎসর এক ফতুয়া, একটি ধুতি !
সংসারে মা দেখব কত, চুলে আমার ধরল পাক,
এই হ'ল মা বেটার-হাফের সপ্তপাকের কুম্ভীপাক !
তোকে দেখার ছলে পুজোর মন্ডপে মা, বারে বারে
কোন্ শাড়িটার কেমন কদর, তাই দেখে সব চোখের আড়ে।
রেষারেষির ভিড়ে মাগো, জ্বলছে সবাই ঈর্ষা বিষে
চটকদারির এই দুনিয়ায় জানেনা তো তৃপ্তি কিসে !
পার্বতী মা ছেড়ে পাড়ার পার্বতীরা নজর কাড়ে
ভিড়ের মধ্যে উঠতি যত রোমিওরা লাইন মারে !
যতই পড়ে ভোগের হাঁড়ি আর প্রণামী তামার টাটে
গলার স্বরটি ততই ওঠে পুরোহিতের মন্ত্র পাঠে !
হে মা চন্ডি ! পাড়ার ক্লাবে তোর চন্ড বাহিনী
চাঁদার বিলটা ধরিয়ে দিয়ে বাড়ায় দুখের কাহিনী—
আন্ডাবাচ্চা নিয়ে থাকি এক পাড়াতে সৈলসুতে !
বসের কথার ওদিক হ'লে ড্রেনের পাঁকে ফেলবে পুঁতে।
মন্ত্রী সম অভয়-হস্তে করিস সবার শঙ্কাহরণ,
ঘরে-বাইরে টেনশনে মা মুখটা আমার পান্ডুবরণ !
চোখ ঠিকরে যায় যে শুধু ঝকঝকে তোর গ্লামারে মা
সত্য কথা কই মা দুটো, অন্য কথা জানিনে মা !
অনশনে, অর্ধাশনে ঘরে ঘরে নিত্য অভাব,
অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা ! তুই দিবি মা কী তার জবাব !
নগাধিরাজ নন্দিনী তুই, শিবের হৃদয়-হরণী
দেমাকে তোর পা পড়ে না, দেবাদিদেব ঘরণী
বছর বছর আসিস শুধু ধনীর গৃহ আলো ক'রে
কিংবা হালে সর্বজনীন বারোয়ারি ক্লাবের ঘরে—
তোকে নিয়ে বাবুলোকের বাবুয়ানির কী নির্ঘোষ !
বড়লোকের মা বুঝি তুই, মোদের বুঝি কেহ নো'স !

## স্বধর্মে বিদ্যাসাগর

হরিলাল দাস

১২২৭ সনের ১২ আশ্বিন বিদ্যাসাগরের জন্ম দিন। এ বছর (১৪১৩) তাঁর জন্মদিনেই পড়েছে মহাসপ্তমী, হচ্ছে দেবী দুর্গার মহাপূজা। তারিখ দুটো মিলে গেছে। মনে প্রশ্ন—বিদ্যাসাগর মশাই কি দেবদেবী মানতেন ?

বিদ্যাসাগর একটি উপাধি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এ জেলার মানুষ, তিনিও সেই উপাধি পেয়েছিলেন, ব্যবহার করতেন না। বলতেন, বিদ্যাসাগর একজনই—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কি হিন্দুর দেবদেবী মানতেন ? একবার তিনি মা-বাবাকে নিয়ে কাশী বেড়াতে গেছেন। মন্দিরের পান্ডারা দর্শনী চান, না দিলে মন্দিরে প্রবেশ করা যাবে না। তিনি বাবার চরণে প্রণাম করে বললেন, এই আমার বিশ্বেশ্বর, মাকে প্রণাম করেন এই আমার অন্নপূর্ণা বলে। দক্ষিণা দিয়ে মন্দিরে ঢোকেননি তিনি।

রামকৃষ্ণ আসেন দেখা করতে। বলেন, নালাখালা নয়, একেবারে সাগরে এসে পড়েছি ! উত্তরে সাগর মশাই বলেন, এসে যখন পড়েছেন, একটু নোনা জল নিয়ে যান। প্রত্যুত্তরে রামকৃষ্ণ—না গো। এ বিদ্যের সাগর, অমৃতের সাগর। রামকৃষ্ণ আমন্ত্রণ করেছিলেন—দক্ষিণেশ্বরে যেতে। কিন্তু বিদ্যাসাগর যাননি।

১১৫ বছর আগে তিনি মারা গেছেন। আজও তাঁর স্বভূমিতে ধর্মাচার নিয়ে ভ্রষ্টাচার চলছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বিষিয়ে উঠছে। কারণ সম্প্রীতির প্রবক্তারা বাচনিক, আন্তরিক নন। তাই কম্যুনিস্টদের ধর্মাধর্ম নিয়ে মেকি আদর্শের সুবিধেবাদি বাতেলা সুরু।

**ভিন্ন চোখে** ( ২য় পৃষ্ঠার পর )

এক রকম উপেক্ষা করে মানুষ হয়তো কিছুটা দুঃখ ভুলে থাকবে এই উৎসবের ঘেরাটোপে। দু' দিন পরেই মহাসপ্তমীর ঢাক উঠবে বেজে। জ্বলে উঠবে আলো। জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই আনন্দযজ্ঞে সকলেই শরিক। উৎসবই মানুষকে কাছে টেনে আনে। ভুলিয়ে দেয় সব দুঃখ-কষ্ট-বিপর্যয়। তাই বিপর্যয়ের মধ্যেও 'কুটীরে কুটীরে নব নব আশা।'

—মণি সেন


## কাজের লোক চাই

কমপিউটার জানা একজন এ্যাকাউনটেন্ট এবং সাধারণ কাজের জন্য আরও একজন প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ, পোষ্ট বক্স নং—২০

## সেলস্‌ম্যান চাই

অভিজাত প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন এ্যাকাউনটেন্ট কাম সেলস্‌ম্যান প্রয়োজন। মোটর সাইকেল চালাতে জানা আবশ্যক।

যোগাযোগ ঃ ৯৪৩৪১৬৮৫৯৪


বাহ্য আড়ম্বরের ঘটায় নকল দিয়ে আসল ফাঁকি
আমরা যারা লক্ষ্মীছাড়া, মোদের দুঃখ বুঝবিটা কী !
ওই যে মাগো, কাঙাল-শিশু, ছিন্ন কাপড়, মলিন বাসি
দিতে পারিস তার মুখেতে তোর অধরের একটু হাসি ?
আলতো হাসির ক্ষণিক রেখা, সেইতো সবার চাইতে খাঁটি
আর তো সবই তোর ভাসানে গঙ্গাজলে হবে মাটি ॥

## পুজোর আমেজ ক্রমশ কমছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিবার আশ্রয় নিয়েছেন। এদিকে অনেক জায়গায় রাস্তার ওপর দিয়ে জল বইছে। বাহাগলপুর—উমরপুর ফিডার ক্যানেলের ধার বরাবর রাস্তাটও সম্পূর্ণভাবে জলের তলায় চলে গেছে। সুতী-১ ব্লকের বিডিও মহঃ মাতিন জানান, 'হারোয়া ও বহুতালী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ঐ এলাকার জলে বংশবাটী ও আহিরণের কিছু কিছু এলাকা ডুবে গেছে। এখন পর্যন্ত ২০০ মাটির বাড়ী সম্পূর্ণভাবে ও ১১০০ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ত্রাণ হিসাবে ৪৪০ কুইন্টাল চাল ও ১১০০ ত্রিপল বিলি করা হয়েছে। আরো চাল আসছে, তবে চাহিদার তুলনায় ত্রিপলের যোগান কম। মেডিক্যাল টিমগুলো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে সরাসরি ওষুধপত্র দিচ্ছে'। সুতি-২ ব্লকে ত্রাণ হিসাবে এখন পর্যন্ত ১৯-২০ বস্তা চিড়ে, ১০/১২ টিন গুড় এবং কয়েকশো ত্রিপল দেয়া হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সেকন্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীধরপুর, মুকুন্দপুর, নবকান্তপুরের নীচু এলাকাগুলো ডুবে গেছে। জঙ্গিপুর ব্যারেজের ছাড়া জলে গিরিয়া অঞ্চলের চাঁদপুরের কোল ঘেঁসে জল বইছে। নাড়ুখাকি এলাকার চারিদিকে জল। বিডিও অনির্বাণ কোলে ২৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে জানান ভাগীরথী ডেঞ্জার লেবেলের ওপর দিয়ে (২০·৫২) বইছে। হঠাৎ জল বাড়ার ফলে সম্মতিনগর ও জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৩৫০ পরিবার বিপন্ন হয়েছেন। তাদের জন্য এলাকার বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। লক্ষ্মীজোলা —কাশিয়াডাঙ্গা পঞ্চায়েতের নীচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত ত্রাণ হিসাবে মুড়ি ও গুড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্লক মেডিক্যাল অফিসারকে বন্যা কবলিত এলাকায় প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেবার জন্য টিম পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ওষুধপত্র পরিমাণ মতো মজুদ আছে। ব্লিচিংও আমার অফিস থেকে দেয়া হচ্ছে। অতিরিক্ত ডেঞ্জার লেবেলের (২০·৮৮) ওপর জল বাড়লে তখন পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই ঘোরালো হবে। আমরা চাল ও ত্রিপলের ইনডেন্ট পাঠিয়েছি বলে বিডিও জানান। রঘুনাথগঞ্জ-১ এর বিডিও জানান—কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চবটী ও মীরেরগ্রামে জল ঢুকে যাওয়ায় বেশ কিছু পরিবারকে রেল সেডের নীচে আশ্রয় নিতে হয়েছে। এ ছাড়া তেমন কোন উদ্বেগ নেই। প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে আগে ৩ কুইন্টাল করে চাল ও ৫০/৬০টি ত্রিপল দেয়া হয়েছিল, এই পরিস্থিতিতে আবার ৪ কুইন্টাল করে চাল ও আরো কিছু করে ত্রিপল দেয়া হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর শেষ খবরে রঘুনাথগঞ্জ-২ এর বিডিও জানান—আজ ভাগীরথীতে ৬ ইঞ্চি জল কমলেও বিপদ সীমার ওপরেই আছে। বাঁশলৈ বা পাগলার জল না ঢুকলে বিপদের আশঙ্কা কম। তবে পদ্মার জল বাড়ছে।

## গ্রামের মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

পোলিওর কাজে নিযুক্ত বেকার যুবক-যুবতীদেরও ঠিক মতো পারিশ্রমিক দেন না। সাংবাদিকের সঙ্গেও তিনি ভালো ব্যবহার করেন না। এর প্রতিকারে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের হস্তক্ষেপ দাবী করছেন এলাকার মানুষ।


পেট্রোল পাম্পে দিন ও রাত্রে কাজের জন্য শিক্ষিত, ভদ্র, পরিশ্রমী পুরুষ / মহিলা আবশ্যক।

যোগাযোগ ঃ—মোবাইল ৯৪৩৪০৬৪২৩১

দুপুর ১২টা হইতে ২টা।

আসল সিল্ক সঠিক দাম

আভিজাত্যের শেষ নাম

মির্জাপুর লুমলেস সমিতি

গরদ, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, গোল্ড প্রিন্ট, কাঁথা ষ্টিচ, স্বর্ণচরী, বালুচরী, জারদৌসী শাড়ীর অফুরন্ত আয়োজন। এ ছাড়া বাটিক প্রিন্ট ও বিভিন্ন ধরনের রেশম বস্ত্রের অভিজাত সমবায় প্রতিষ্ঠান।

মির্জাপুর মেন রোড

মির্জাপুর, পোঃ গনকর, ( মুর্শিদাবাদ )

ফোন ঃ ০৩৪৮৩/২৬২০৫৬

মোবাইল ঃ ৯৭৩২৬৪০৮৪৮/৯৭৩২৫৮৫৯৯৮

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি

এনেছে মহাপুজা, দীপাবলী ও ঈদের

● বিশেষ উপহার ●

- ☐ MIS ( মান্থলি ইনকাম স্কীম ) সুদ ৮% ( ৬ বছর )
- ☐ ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে।
- ☐ NSC, KVP, LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ।
- ☐ গিফট্ চেক্ (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- ☐ অল্প সুদে (মাত্র ৯% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরীর স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরেজীবীরা তো বটেই—অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
- ☐ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ মাত্র ৯% থেকে ১২% মধ্যে। এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি লিঃ

রঘুনাথগঞ্জ ॥ দরবেশপাড়া

শ্রীনিমাইচন্দ্র সাহা সম্পাদক — শ্রীমৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য সভাপতি

এবার পুজোয় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ীর বৈচিত্র্যে সাড়া জাগিয়েছে

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্ক প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

( সুব্রত বাঘিড়া ও দেবব্রত বাঘিড়া শেষের ঘর )

মির্জাপুর ● পোঃ গনকর ● জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং ঃ ( ০৩৪৮৩ ) ২৬২২২৯

এছাড়া আমাদের এখানে পাবেন কাঁথা ষ্টিচ করার তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড় ইত্যাদি।

★ উচ্চমান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয় ★


দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।